নির্মল জীবন

নির্মল জীবন

ইমরান রাইহান

চেতনা

চেতনা

নির্মল জীবন

সংকলন	ইমরান রাইহান
প্রথম প্রকাশ	নভেম্বর ২০২১
দ্বিতীয় মুদ্রণ	নভেম্বর ২০২১
তৃতীয় মুদ্রণ	নভেম্বর ২০২১
প্রকাশক	খুরশিদ আমজাদী
স্বত্ব	প্রকাশক
ব্যবস্থাপক	বোরহান আশরাফী
সার্বিক সমন্বয়	সুফিয়ান আহমেদ
প্রকাশনায়	চেতনা ১১/১ ইসলামী টাওয়ার দোকান নং ২০ (১ম তলা) বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ মোবাইল নং : ০১৭১২-৯৪৭৬৫৩, ০১৩০৩-৮৫৫২২৫
পরিবেশক	**নাহাল**
অনলাইন পরিবেশক	রকমারি, ওয়াফি লাইফ, পাঠকসেবা, বুক লাইফ বিডি, বইবন্ধু, **সিগনেচার অব নুর, সমাহার**
প্রচ্ছদ	খালেদ হাসান খান আরাফাত
পৃষ্ঠাসজ্জা	আবু ওয়ারদা
মুদ্রণ	মা মণি প্রিন্টার্স, ফকিরাপুল, ঢাকা মোবাইল নং : ০১৭১৯-৭৫৭৮৬৯
মুদ্রিত মূল্য	৩৫০/-

© প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া বইয়ের কোনো অংশ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি, ডিস্ক বা তথ্যসংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

অর্পণ

আহমাদ রোকন উদ্দীন

প্রিয় প্রকাশকদের একজন!

সূচিপত্র

দ্বীনদারি ও ভুল ধারণা	০৯
এক কথাতেও বদলে যায় জীবন	১১
দ্বীনের পথে আসার পরে	১৩
শত্রুর মন রক্ষার দায়িত্ব নিচ্ছি না তো?	১৭
সদকার কার্যকারিতা	১৯
ইসতিকামাতই শেষকথা	২২
মাফ করে দিন অন্যকে, নিজের ক্ষমা বুঝে নিন রবের কাছে	২৭
খুঁজতে জানলে পাওয়া সহজ	২৯
মৃত ব্যক্তির স্মৃতিচারণেও থাকুন সতর্ক	৩১
তাওয়াক্কুল : মুমিনের শেষ আশ্রয়	৩৩
সান্নিধ্যের সৌরভ	৩৬
রহমান : রবের অনন্য নাম	৩৮
নষ্ট ফল থেকে দূরে থাকুন	৪৫
সফরে অর্জিত সান্নিধ্য	৪৮
কোনো উদ্যোগই তুচ্ছ নয়	৫০
হিংসা : ধ্বংসের অগ্নিশিখা	৫৩
আজানের ধ্বনি মনের কানে শুনছি তো?	৫৬
দ্বীনের জন্য চাই সর্বোচ্চ কোরবানি	৫৮
এভাবেও চিন্তা করা যায়	৬১
অপেক্ষা ঐশ্বর্যময় জান্নাতের	৬৩
মসজিদ হয়ে উঠুক ইলমচর্চার কেন্দ্র	৬৬
মাজলুমের বদদোয়া : সবচেয়ে শক্তিশালী মামলা	৬৯
অন্যের প্রশংসাই শেষ কথা নয়	৭২
ইয়ধাহ — মুমিনের স্বতন্ত্র অনুভূতি	৭৪
দোয়ার কথা স্মরণ থাকুক ছোট ছোট বিষয়েও	৭৯

মন রাখুন প্রশস্ত ➢	৮১
সফরে খুলে যাক ফিকিরের দরজা ➢	৮৩
তাহাজ্জুদ – মালিক ও বান্দার নিভৃত সম্পর্ক ➢	৮৫
মৃত্যু কত কাছে ➢	৮৯
নির্মল জীবন ➢	৯১
জগতের আড়ালে আরেক জগৎ ➢	৯৮
নানারঙা অনুভূতি : বৈধতার সীমায় থাকা আবশ্যক ➢	১০১
প্রবৃত্তি যেন ফাঁদে না ফেলে ➢	১০৪
রব যখন রাযযাক, রিজিকের জন্য নেই দুশ্চিন্তা ➢	১০৮
আকলের ব্যবহার হোক নিয়ন্ত্রিত ➢	১১৩
আল্লাহর নিদর্শন নিয়ে চিন্তা ➢	১১৬
ঝগড়াবিবাদ দূর করার শরয়ি সমাধান ➢	১১৯
কুরআন সহজ এই কথার ব্যাখ্যা কী ➢	১২২
কোমলতার সৌন্দর্য ➢	১২৭
সিনেমা-সিরিয়ালের প্রতি আগ্রহ : নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকা ➢	১৩০
নীরবতা ও ইবাদত ➢	১৩৪
অল্পেতুষ্টি কানাআত ➢	১৩৭
তবু মিয়া ➢	১৩৯
ইউসুফ নিজামি ➢	১৪১
নতুন প্রভাত ➢	১৪৩
উত্তপ্ত প্রহর ➢	১৪৫
দান ও কিছু অনুভূতি ➢	১৪৭
রিজিক ➢	১৪৯
জীবনকে কাজে লাগান ➢	১৫৫
তিলাওয়াতে তিলাওয়াতে ➢	১৬২
কুরআনের রঙে রাঙুক জীবন ➢	১৬৬
যা কেবল আল্লাহর জন্য ➢	১৬৯
সালাত পিপাসার্ত হৃদয়ের আহ্বান ➢	১৭২
আপন ঈমানের হেফাজত ➢	১৭৭
শরয়ি বিষয়ে মুখ খুলুন সাবধানে ➢	১৮০
তাওয়াক্কুল মুমিনের পাথেয় ➢	১৮৫

দ্বীনদারি ও ভুল ধারণা

কাউকে দ্বীনদার মনে করা আর কাউকে আলেম মনে করার মাঝে তফাত আছে। কাউকে দ্বীনদার মনে করার অর্থ হলো তিনি দ্বীন মেনে চলার চেষ্টা করেন। কাউকে আলেম মনে করার অর্থ হলো, আমার জীবন কীভাবে দ্বীন অনুযায়ী পরিচালনা করব, আধুনিক বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে দ্বীনের সমাধান কী সেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়ার অধিকার তিনি রাখেন।

ফেসবুকে যখন কেউ ধর্মীয় বিষয়ে লেখেন তখন আমি তাকে দ্বীনদার মনে করতে পারি। কিন্তু তাকে আলেম মনে করতে হলে অবশ্যই তার শিক্ষাগত অবস্থা সম্পর্কে আমার জানা থাকতে হবে। দ্বীনদার আর আলেমের মাঝে তফাত হলো সুস্থ মানুষ আর চিকিৎসকের মতো।

অনলাইনে দুধরনের প্রান্তিকতা দেখা যায় আজকাল। একদিকে কারও বাহ্যিক ধার্মিকতা দেখেই তাকে আলেম মনে করে সব বিষয়ে তার মতামত চাওয়া হয়। অপরদিকে দুয়েকজন প্রতারকের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে যাদের বাহ্যিক অবস্থা ভালো তাদের সবাইকে লেবাসধারী ভণ্ড বলেও চালিয়ে দেওয়া হয়। দুটিই খুব বাজে ধরনের প্রান্তিকতা।

এ ক্ষেত্রে আমরা সেই মূলনীতিই সামনে রাখব যা হজরত উমর রা. বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,

> নবিজির যুগে আমরা ওহির মাধ্যমে মানুষকে চিনতাম। এখন ওহির ধারা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন তোমাদের বাহ্যিক আমল অনুসারে আমরা তোমাদেরকে বিচার করব। যে ভালো কাজ প্রকাশ করবে আমরা তাকে কাছে টেনে নেব, তার ভেতরের অবস্থার দায় আমাদের নয়। আল্লাহ তার গোপন অবস্থার হিসাব নেবেন। যে আমাদের সামনে মন্দ প্রকাশ করবে আমরা তাকে বিশ্বাস করব না, যদিও সে বলে তার গোপন অবস্থা ভালো।[১]

---

[১]. *বুখারি*, ২৬৪১।

মূলনীতি হলো, আমরা যখন কারও বাহ্যিক অবস্থা ভালো দেখব, তখন তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে কুধারণা রাখব না। অযথা তত্ত্বতালাশ করব না। তাকে লেবাসধারি বলব না। তার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অযথা কুৎসা রটাবো না। সন্দেহ-সংশয় ছড়াবো না। অন্য কেউ লেবাসধারী ছিল এই বলে আমরা এমন চিন্তা সমাজে ছড়াব না, যাতে মানুষ মনে করে বাহ্যিক লেবাস আর ধার্মিকতার কোনো মূল্যই নেই।

কারও বাহ্যিক আমল-আখলাক ভালো দেখলে আমরা তাকে ভালো জানব। তবে তাকে আলেম মনে করে নিজের দ্বীনের দায়িত্ব তার কাঁধে তুলে দেবো না। আবার এক-দুইজন আলেমের বেশ নিয়ে প্রতারণা করেছে এই যুক্তিতে কারও বাহ্যিক ভালো অবস্থাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করব না।

অনেকে লেনদেন নিয়ে এ ধরনের কথা বলেন। অমুকের সাথে লেনদেন করেছি দ্বীনদার ভেবে, এখন সমস্যা হচ্ছে। এটা হয় নিজের ভুলের কারণেই। বাহ্যিক অবস্থা দেখে আপনি ভালো ধারণা রাখুন, কিন্তু যখন তার সাথে লেনদেন করবেন কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক করতে চাইবেন তখন তার ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়ার সুযোগ তো শরিয়তই রেখেছে। আপনি সেটা এড়িয়ে শুধু অনলাইন দেখেই বিশ্বাস করবেন কেন?

এক কথাতেও বদলে যায় জীবন

একদিন হাসান বসরি গেলেন একটি জানাজায়। জানাজাটি ছিল বিখ্যাত কবি ফারাজদাকের স্ত্রী নাওয়ার বিনতে আইয়ানের। নাওয়ার ইনতেকালের আগে অসিয়ত করে গিয়েছিলেন তার জানাজা যেন হাসান বসরি পড়ান। জানাজায় হাসান বসরির সাথে ফারাজদাক নিজেও উপস্থিত ছিল। সে বলে উঠল, হজরত লোকেরা আমাদেরকে একসাথে দেখে ভাবছে বসরার সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ আজ বসরার সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষের সাথে। হাসান বসরি বললেন, বিষয়টি মোটেও এমন নয়। আমি যেমন বসরার সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ নই, তুমিও তেমন বসরার সবচেয়ে খারাপ মানুষ নও। বসরায় কত মুশরিক-কাফের আছে যারা তোমার চেয়ে নিকৃষ্ট। আবার আমার চেয়ে উত্তম কত মানুষও এই বসরায় আছে। যাক, তুমি আমাকে শুধু এটুকু বলো, মৃত্যুর জন্য তুমি কী কী প্রস্তুতি নিয়েছ?

'আমি তো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বিশ্বাস করি,' ফারাজদাক বলল।

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললে তো কিছু শর্ত চলে আসে।'

'তওবার কোনো পথ আছে?'

'কেন নয়? তওবা করে নাও ভুল থেকে। ওয়াদা করো আল্লাহর কাছে সামনে আর এমন করবে না।'

ফারাজদাক তখনই তওবা করে নেয়। সে বলে, আমি সামনে আর কখনো অতীতের কোনো গুনাহ করব না। এর কিছুদিন পর সে মারা যায়। কেউ একজন তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করে, তোমার কী অবস্থা? ফারাজদাক বলে, আমি হাসান বসরির সাথে যে ওয়াদা করেছি তার বিনিময়ে আল্লাহ আমাকে মাফ করে দিয়েছেন।[২]

ফারাজদাক ছিলেন আরবের বিখ্যাত কবি। সাহাবিদের কাউকে কাউকে তিনি দেখেছিলেন বলে বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়। হাসান বসরি রহ.-এর সামনে

---

২. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ৪/৫৮৪।

তওবা করার পর তার জীবনে বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছিল যার প্রভাব পড়েছিল তার কাব্যচর্চায়ও। তার এক কবিতায় তিনি লিখেছিলেন, বনু দারিমের ওই সদস্য ব্যর্থ যার গলায় শিকল পরিয়ে টেনে নেওয়া হবে জাহান্নামের দিকে।

ফারাজদাকের তওবার ঘটনায় রয়েছে সুন্দর শিক্ষা। অনেক সময় সামান্য কথাতেও মানুষের মাঝে চলে আসে বিরাট পরিবর্তন। দায়িদের জন্য আবশ্যক হলো এই বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা। একজন দায়ি সবসময় সুযোগের অপেক্ষায় থাকবেন। যখনই সুযোগ দেখবেন সাথে সাথেই তিনি দাওয়াত দেবেন। হেদায়াতের দাওয়াত, তাওহিদের দাওয়াত, আমলের দাওয়াত। কথা কম হোক, সমস্যা নেই। অন্তর ঘুরানোর মালিক তো আল্লাহ। তিনি অন্তর ঘুরিয়ে দিলে কার কী করার আছে।

দ্বীনের পথে আসার পরে

দ্বীনের পথে আসার পর ইলম অর্জনের আগ্রহ জেগে ওঠে। এই আগ্রহ জাগাটা খুবই ভালো লক্ষণ, আগ্রহ না জাগাটাই বরং খারাপ। সমস্যা হয় এই আগ্রহকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা না করার কারণে অনেক প্রান্তিকতা ও ভুল তৈরি হতে থাকে। কেউ কেউ মনে করে বসেন ইলম অর্জনের একমাত্র সহজ মাধ্যম অনলাইনে যত আর্টিকেল আছে পড়ে ফেলা কিংবা যত লেকচার আছে সব শুনে ফেলা। এই বিষয় নিয়ে পরে কখনো বলব, ইনশাআল্লাহ। আজ অন্য একটি বিষয়ে কয়েকটি কথা বলতে চাচ্ছি।

দ্বীনের পথে আসার পর অনেকের প্রবল আগ্রহ হয়, মাদরাসায় ভর্তি হবেন এবং আলেম হবেন। যে পড়াশোনা কিংবা পেশায় আছেন তা পুরো ত্যাগ করে মাদরাসায় চলে আসবেন। যেহেতু আমি নিজেও মাদরাসায় ভর্তি হয়েছি এইচ এস সি পরীক্ষার পরে এবং এই তথ্য অনেকে জানেন, তাই কলে, মেসেজে কিংবা সাক্ষাতে অনেকেই এই বিষয়ে পরামর্শ চান। মতামত চান। এ প্রসঙ্গে আমি কয়েকটি পর্যবেক্ষণ তুলে ধরছি।

১। আলেম হওয়া সবার জন্য ফরজ নয়, কিন্তু ফরজ পরিমাণ ইলম অর্জন করা সবার জন্য আবশ্যক। একদম শুরুতে আলেম হওয়া বা মাদরাসায় ভর্তির চিন্তা মাথায় না এনে সবটুকু মনোযোগ ফরজ ইলম অর্জনের দিকে ঢেলে দেওয়া উচিত। অনেক মাদরাসায় এখন ফরজে আইন কোর্স আছে, এসবে ভর্তি হওয়া যায়। অথবা স্থানীয় আলেমদের সান্নিধ্যে গিয়ে গিয়ে অল্প অল্প করে সময় দিয়েও বিষয়গুলো আয়ত্ত করে ফেলা যায়। মনে রাখবেন, ফরজ ইলম অর্জন না করে আমিন আস্তে-জোরে নিয়ে মারামারি কিংবা ইলুমিনাতি, দাজ্জাল, আখিরুযযামান, মালহামা নিয়ে বড় বড় তাত্ত্বিকচর্চা শুধু নফসের খোরাকই জোগাবে।

২। ফরজ ইলম অর্জনের পাশাপাশি নিজের জন্য একজন মেন্টর ঠিক করে ফেলতে পারলে আপনি নিরাপদ। কোনো আলেমের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলুন। এই কাজটা করতে পারলে হাজার রকমের অস্থিরতা ও মানসিক

টেনশন থেকে মুক্তি পাবেন। নিজের দ্বীনি বিষয়গুলো সেই আলেমের সাথে মাশোয়ারা করুন। এ ক্ষেত্রে আপনার রুচি ও অন্যান্য দিক বিবেচনা করে পছন্দের আলেম খুঁজে নিন। তবে ইমাম আবু হানিফা খোঁজার দরকার নেই। আমরা যেমন ইমাম মুহাম্মাদ বা আবু ইউসুফ না, আমাদের উস্তাদও তেমন আবু হানিফা হবেন না, এটাই স্বাভাবিক। ব্যক্তিগত ছোটখাটো ত্রুটি দেখলে এড়িয়ে যান, মনে করুন, আমাদের সামনে শুধু ত্রুটি আছে, শেষ রাতে সেগুলো মাফ করিয়ে নেওয়ার দৃশ্য নেই।

৩। তালিবুল ইলম কোনো ছয় বছর মেয়াদি কোর্সের নাম নয়। এটি পুরো জীবনের প্রক্রিয়া। সারাজীবনই আমরা তালিবুল ইলম। প্রতিদিনই ইলমের পথে এক কদম এক কদম করে এগিয়ে যেতে হবে। ফরজ ইলম অর্জনের পর দুটি কাজ করা যায়। এক. কোনো আলেম বা মাদরাসার সাথে সম্পর্ক রেখে আমৃত্যু ইলম অর্জনের ধারা চালু রাখা। যেহেতু একটা বয়স হয়ে যাওয়ার পর মানুষের পারিবারিক, সামাজিক, পেশাগত নানা ধরনের ব্যস্ততা বাড়তে থাকে, ফলে চাইলেও নির্ধারিত সময়ে সিলেবাস শেষ করা যায় না। এজন্য শুরুতেই সিলেবাস ও কোর্সের মেয়াদ মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুন। ভাবুন, আমি সারাজীবনই তো তালিবুল ইলম। তবে হ্যাঁ, অলসতা বা গাফলতি করা যাবে না। অল্প হলেও নিয়মিত ইলম অর্জন করেই যেতে হবে।

৪। আরেকটি পদ্ধতি হলো, কোনো মাদরাসায় ভর্তি হয়ে যাওয়া। মাদানী নেসাব হতে পারে, দারুর রাশাদ হতে পারে, বা কদিম নেসাবের কোনো মাদরাসা হতে পারে।

৫। তবে একটা কথা, মাদরাসায় ভর্তির সিদ্ধান্তটা যেন হুট করে না হয়। সার্বিক সকল দিক বিস্তারিত চিন্তা করে এবং মেন্টরের পরামর্শ নিয়ে তবেই এ পথে এগোবেন। ছোটবেলায় যারা মাদরাসায় ভর্তি হয়েছে এবং নিরবচ্ছিন্ন ১৩/১৪ বছর পড়াশোনা করেছে তাদের বাস্তবতা আর আমার-আপনার বাস্তবতা এক না। তাই এ পথে পা দেওয়ার আগেই ভেবে নিন, সার্বিক পরিস্থিতি আপনার পক্ষে কি না। শেষ পর্যন্ত চলার মতো পর্যাপ্ত দৃঢ়তা ও মনোবল আপনার আছে কি না।

এখানে এসে আমরা অনেকে তাড়াহুড়া করি। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে বসি। আমি যখন দারুর রাশাদে ভর্তি হই, তখন সেখানে আমরা কয়েকজন ছিলাম সবার জুনিয়র। অন্যরা বেশিরভাগই ছিলেন বয়সে বড়। কয়েকজনের সন্তানও ছিল। আমরা প্রায় ১২০ জনের মতো ভর্তি হয়েছিলাম কিন্তু সেখান থেকে বছর শেষ

করেছিল ২২ জন। এই ২২ জনের মধ্যে যারা দাওরা পড়েছেন তাদের সংখ্যা আরও কম।

এটা কারও দোষ না। সবার বাস্তবতা, প্রেক্ষাপট এক না। আপনার সার্বিক অবস্থা আপনিই ভালো বুঝবেন। আমাদের সাথে এক ভাই পড়তেন। তিনি একটা ভালো কোম্পানিতে চাকরি করতেন। পরিবারে তিনি ছিলেন একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। দ্বীনে আসার পর 'পরিবার আল্লাহ্ দেখবে' এই বলে তিনি চাকরি ছেড়ে মাদরাসায় চলে এলেন। ছয় মাস পর মাদরাসায় আর মন টিকল না। তিনি বাড়ি ফিরলেন কিন্তু চাকরিটা তো আগেই ছেড়েছেন। ভালো চাকরি আর পেলেন না। পরের কয়েক বছর খুব অর্থাভাবে ছিলেন, সাথে ছিল পরিবারের তিরস্কার।

দুই বছর আগে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স পড়ুয়া এক ভাই আমার পরামর্শ চেয়েছিল সে দারুর রাশাদে ভর্তি হবে। আলেম হবে। তার সার্বিক পরিস্থিতি শুনে আমি তাকে নিষেধ করেছি। এসব ক্ষেত্রে যেমনটা হয়, নিজের পক্ষে রায় আসার আগ পর্যন্ত পরামর্শ চলতেই থাকে, সেই ভাইও তাই করলেন। অবশেষে একজনের অনুমতি পেয়ে দারুর রাশাদে ভর্তি হলেন। ৩ মাস পর 'শর্ট কোর্সে ইলম নেই' বলে আরেক মাদরাসায় চলে গেলেন। সেখানে বছর শেষ না করে চলে গেলেন আরেক মাদরাসায় কারণ, নাহু-সরফ মজবুত করা খুব জরুরি। দেড় বছর পর হতাশা নিয়ে মাদরাসা ছাড়লেন। এখন বলছেন, মাদরাসায় ভর্তি হয়ে খামাখা সময় নষ্ট হলো।

মনে রাখবেন ৭ বছর বয়সে মাদরাসায় ভর্তি হয়ে ২২/২৩ বছরে দাওরা ও তাখাসসুস পড়ে বের হওয়া যতটা সহজ ২২ বছর বয়সে মাদরাসায় ভর্তি হয়ে ১ বছর পার করা তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন।

আমি কাউকে হতাশ করার জন্য এসব বলছি না। সবাই নিজের পরিস্থিতি ও বাস্তবতা বুঝে সিদ্ধান্ত নিন, সেই বিষয়টাতেই দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা চালাচ্ছি। অনেকে মাদরাসায় ভর্তি হতে চায় কিন্তু সেখানে কী পড়ানো হয়, সেখানকার শিক্ষাপদ্ধতি কেমন এসব সম্পর্কে কিছুই জানেন না। এটাও সমস্যা। আমাদের সাথে অনেকে মাদরাসায় ভর্তি হয়ে খুব বিরক্ত হয়েছিলেন কারণ তাদের ধারণা ছিল মাদরাসায় শুধু কুরআনের তরজমা শেখানো হবে। এতসব বিষয়ের চাপ নিতে হবে না। এমন যেন না হয়। যে কাজ করতে যাচ্ছেন তার সম্পর্কে স্পষ্ট ও বিস্তারিত ধারণা যেন আগেই থাকে। অনেকে একসাথে দুই লাইনেই পড়াশোনা চালাতে চান। সে ক্ষেত্রে কোনো মাদরাসা এমন সুযোগ দেবে কি না আলোচনা

করে তা স্পষ্ট হওয়া উচিত। হুট করে নিজের মনের ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নেওয়া বোকামি।

৬। এতকিছুর পরেও বেশি বয়সে মাদরাসায় পড়ে আলেম হয়েছেন এমন লোকের সংখ্যা একেবারে কম না। হতাশ হওয়ার কিছু নেই। যদি সার্বিক সকল দিক বিবেচনায় আপনার মনে হয় আপনি পারবেন তাহলে আল্লাহর ওপর ভরসা করে নেমে পড়ুন, দৃঢ় থাকুন। জীবন কোমল বিছানা নয় যে সবকিছু নির্বিঘ্নে হয়ে যাবে। বাধা আসবে, তাকে অতিক্রমও করতে হবে।

৭। আপনার মন চাইলে একাধিক মানুষের সাথে পরামর্শ করতে পারেন। কিন্তু কিছু কিছু ভাইয়ের আচরণ খুব কষ্ট দেয়। তারা পরামর্শের জন্য আসেন, যখন পরামর্শ দেওয়া হয় তখন বলে বসেন, অমুক আলেম তো এটা বলেছেন। তমুক এটা বলেছেন। এটা কোনো শিষ্টাচার হলো না। আপনি সবারটা শোনেন, তারপর নিজের যেটা পছন্দ নিন, কিন্তু আমাকে আরেকজনের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে কী ফায়দা?

আল্লাহ সবাইকে বিষয়গুলো বোঝার তাওফিক দিন। আমিন।